1. পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থের ভূমিকা

পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করার সময় প্রতিটি রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে বিচারবিশ্লেষণ করতে হয়। সাধারণত পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করার সময় সরকারকে সামগ্রিকভাবে জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা, জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় মর্যাদা, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, বিশ্বব্যবস্থা প্রভৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। মূলত সরকার ও বিরাোধীদলের মধ্যে আপস করার মাধ্যমে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থই পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে এবং সেই অনুসারেই পররাষ্ট্রনীতি সংগঠিত হয়। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে নিম্নে আলাোচিত হল—

(১) জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান: সকল রাষ্ট্রসমূহ নিজের দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে চায়। এক্ষেত্রে ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই তার অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। কোনাো রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে বিদেশ নীতি রচনা করতে চায় না, কারণ তার স্বাধীনতার বিষয়টি জাতির সার্বভৌম বিষয়টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোনাো দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট হলে সেই দেশের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুগ্ হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম মর্যাদাও ক্ষুগ্ন হয়। এই কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার অফুরন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সুতরাং প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্র তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তাোলে।

(২) জাতীয় উন্নতি: প্রতিটি দেশের বিদেশ নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিজের দেশকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্যকে সফল করতে সকলে প্রয়াোজনমাফিক জাতীয় উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেয়। প্রতিটি দেশের জাতীয় উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে বিদেশ নীতিকে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এই ধরনের উন্নতি বলতে কেবল দেশের আর্থিক উন্নয়নকে বাোঝায় না পাশাপাশি শিল্পোন্নতিবাোধকেও বাোঝায়। বর্তমান বিশ্বে সব ধরনের রাষ্ট্র অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে অংশ নিয়ে নিজের আর্থিক স্বার্থকে রক্ষা করতে চায়। সেইজন্য সকল দেশ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার দখল করার চেষ্টা করছে। এই বাজার ধরার প্রতিযোগিতায় তাদের নিজের দেশের মতাদর্শ কখনও প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়নি। বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, চিন প্রভৃতির মতাো শিল্পসমৃদ্ধ দেশ গুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ

বাণিজ্যশক্তির পরিচয় দিচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে ওই রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজ রাষ্ট্রের অনুকূলে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। ভারতের মতাে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যাদের আর্থিক সামর্থ্য খুবই কম, সেইসকল দেশগুলি বিভিন্ন আর্থিক জোট গঠন করে নিজেদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চায়।

(৩) বিদেশে অস্থায়ী বসবাসকারী নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা: বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক সময়ে যাে্গাযাে্গ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে একদেশের নাগরিক বিদেশে গিয়ে বা পরভূমিতে গিয়ে কাজের সুবিধা নেয় এবং অস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে থাকে। বিশেষত বিদেশে পড়াশাে্নার কাজে, কূটনৈতিক কাজে, ব্যাবসাবাণিজ্যের কাজে এবং কোনাে বিশ্ব সম্মেলনে যাে্গ দিতে যায়। প্রতিটি বিদেশি রাষ্ট্রে প্রত্যেক দেশের দূতাবাস থাকে। ওই দূতাবাসে ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারীরা কাজ করে থাকে। আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা অনুসারে এইসকল নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। ওই বিষয়ে একটি দেশের বিদেশ নীতির মধ্যে গ্রহণ করা হয়।

(৪) আর্থিক উন্নয়ন: জাতীয় স্বার্থের এই দিকটির উপর ভিত্তি করেই একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়। কৃষিপ্রধান দেশসমূহ জনগণের প্রয়াে্জন পূরণের পর উদ্‌বৃত্ত কাঁচামাল ও দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এবং সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে নিজ দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নত দেশসমূহের কাছ থেকে মূলধন ও প্রযুক্তিগত সাহায্য গ্রহণ করে। এইসব উন্নয়নশীল রাষ্ট্র গুলির পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকরা জাতীয় স্বার্থে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তাে্লে ও জোট গঠন করে। এর ফলে ওইসব উন্নয়নশীল রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে তাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে পারে না।

(৫) শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা রক্ষা: প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভীষণ আগ্রহী হয়। এর ফলে বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতির বিষয়টি প্রশস্ত হতে পারে। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় মনে রাখা উচিত, যার দ্বারা দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসার প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে একটি শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অবশ্য বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো অতিশক্তিশালী দেশগুলি এই নীতিটিকে কতটা গ্রহণ ও কার্যকর করে, তা সন্দেহের বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ও তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। তার ফলে সমগ্র বিশ্ব ঠান্ডা লড়াই-এর দিকে চলে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে শুরু হয় মতাদর্শগত লড়াই। এর ফলে ঐ সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই অবস্থায় ভারতের মতাে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তৈরি করে কোন শিবিরে যোগ না দিয়ে জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে।

2. কূটনীতি কি?

কূটনীতি (**Diplomacy**) হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদ্যার (**International Relation**) একটি শাখা যেখানে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি বা আলোচনা সর্ম্পকিত বিভিন্ন কলা কৌশল অধ্যয়ন করা হয়। অর্থাৎ কূটনীত হচ্ছে কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারি কার্যক্রম। কূটনীতি পরিচালনাকারীকে কূটনীতিবিদ (**Diplomat**) বলা হয়।

কূটনৈতিক বা কূটনীতিবিদ হচ্ছে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক কূটনীতিবিদ্যায় প্রশিক্ষিত এবং কূটনৈতিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি যার কাজ হল অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিজ দেশের হয়ে কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। একজন কূটনীতিবিদের প্রধান কাজই হচ্ছে নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে কোন কিছু উপস্থাপনা করা।

কূটনীতি হল সরকারী সম্পর্ক পরিচালনায় বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলের ব্যবহার।কূটনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতি দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত কিন্তু একই নয়।

কূটনীতি হলো এমন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ যা একটি দেশ বা একটি সংঘ বা কূটনীতিগত সংস্থা নেয় অন্য একটি দেশ বা সংঘ বা সংস্থা সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। কূটনীতির লক্ষ্য হলো সামগ্রিকভাবে দেশের সুরক্ষা, সহযোগিতা, আর্থিক উন্নতি ও সামরিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পন্ন করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশ অন্য দেশের সাথে মিলিতারি সহযোগিতা করতে পারে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে বা কর্মসংস্থানে আরও সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

পররাষ্ট্র নীতি হলো একটি দেশের বিদেশ নীতি এবং বিভিন্ন পররাষ্ট্র সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় এবং নীতিমালা। এটি একটি দেশের মাধ্যমে বিদেশ সম্পর্কে কার্যকর হয় এবং সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হলো দেশের সুরক্ষা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক উন্নতি, বিদেশে বাস করতে চাইলে সুবিধা সৃষ্টি করা এবং পররাষ্ট্র সংস্থাগুলির মাধ্যমে দেশের মতামত ও স্থানীয় সমস্যার প্রতিষ্ঠান করা।

3. বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে সামরিক বাহিনীর প্রভাব অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি একটি দেশের বৈদেশিক নীতির প্রভাবের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে।

প্রথমত, সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি একটি দেশের প্রতিষ্ঠানিক শক্তি প্রদর্শন করে। এটি অন্যদের দেশগুলির সাথে সম্পর্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করতে পারে। এটি অন্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে পারে এবং বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে দেশের ভূমিকা অবগত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে সমর্থন প্রদান করতে পারে। এটি একটি দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রতীক হিসাবে কাজ করতে পারে। এটি সুরক্ষা প্রদান করতে পারে এবং সীমান্ত সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা করতে পারে।

তৃতীয়ত, সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শন করে। এটি দেশের সামরিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানের সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এটি সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ ছিটানোর জন্য একটি চূড়ান্ত প্রতীক হিসাবে পার্যাপ্ত হতে পারে।

এইভাবে, সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রভাব প্রদর্শন করতে পারে। এটি একটি দেশের বৈদেশিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

5. বিদেশ নীতি তে প্রচার কার্যের ভূমিকা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশ নীতি প্রচার করার মাধ্যমে একটি দেশ তার মতামত ও লক্ষ্যগুলি বিশ্বের সাথে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এটি একটি দেশের বৈদেশিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতীক হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রথমত, বিদেশ নীতি তে প্রচার কার্যের মাধ্যমে দেশের মতামত ও লক্ষ্যগুলি সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচারিত করা যায়। এটি দেশের নীতিমালা, মানসিকতা ও কর্মপ্রবণতা প্রতীক হিসাবে প্রদর্শন করতে পারে। এটি বিদেশের মানুষের মধ্যে দেশের প্রতিষ্ঠান ও পরিচয় বৃদ্ধি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশ নীতি তে প্রচার কার্যের মাধ্যমে দেশের সম্পর্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করা যায়। এটি দেশের বৈদেশিক নীতির প্রভাব ও সুরক্ষা প্রদর্শন করতে পারে। এটি বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মাঝে বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্মাণ করতে পারে।

তৃতীয়ত, বিদেশ নীতি তে প্রচার কার্যের মাধ্যমে দেশের ভূমিকা অবগত করা যায়। এটি একটি দেশের মাধ্যমে বিশ্বের মধ্যে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এটি দেশের সামরিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানের সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।

এইভাবে, বিদেশ নীতি তে প্রচার কার্যের ভূমিকা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি দেশের বৈদেশিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ও পরিচয় নির্মাণ করতে পারে। এটি দেশের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

6. জাতীয় ছাত্র ও বিদেশ নীতি দুটি বিষয় যা একইসাথে আলোচ্য করা যায়। জাতীয় ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তারা বিদেশে পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থানে যাওয়ার পর তাদের বিদেশ নীতি ও তথ্যগুলি সম্পর্কে জানা উচিত।

জাতীয় ছাত্রদের বিদেশ নীতি সম্পর্কে জানা উচিত কারণ এটি তাদের বৈদেশিক সম্পর্ক ও পরিচয় নির্মাণে সহায়ক। জাতীয় ছাত্ররা বিদেশে পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থানে যাওয়ার পর তাদের বিদেশ নীতি জানতে হবে যাতে তারা সঠিক ভাবে বিদেশে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এছাড়াও, জাতীয় ছাত্ররা নির্দিষ্ট দেশে পড়াশোনা বা কর্মসংস্থানে যাবার সময় ঐ দেশের বিদেশ নীতি জানলে তারা তাদের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা করতে পারে এবং সেই দেশের নীতিমালা ও মানসিকতা বোঝার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যাক, যদি একজন জাতীয় ছাত্র চাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যাবেন বা একটি কর্মসংস্থানে যাবেন তখন তাকে ঐ দেশের বিদেশ নীতি সম্পর্কে জানা উচিত। এটি তার পরিচয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সাম্পর্ক প্রদর্শন করতে সাহায্য করবে এবং সেই দেশের নীতিমালা ও মানসিকতা অবগত করতে পারবে।

এভাবে, জাতীয় ছাত্র ও বিদেশ নীতি দুটি সম্পর্কিত এবং জাতীয় ছাত্রদের জন্য বিদেশ নীতি জানা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের বৈদেশিক সম্পর্ক ও পরিচয় নির্মাণ করতে সাহায্য করবে এবং তাদের বিদেশ পরিচয় ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করবে।

7. পররাষ্ট্র নীতি হাতিয়ারের একটি প্রধান উপাদান হলো সামরিক বাহিনীদের ভূমিকা। সামরিক বাহিনীগুলি রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষা করতে দায়িত্বশীল। এটি সুতরাং পররাষ্ট্র নীতির একটি মুখ্য অংশ যা দেশের স্বাধীনতা, সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রসমর্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সামরিক বাহিনীগুলির ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। এটি সংঘবদ্ধ সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে সীমান্ত সুরক্ষা, শান্তিরক্ষা, আন্তর্জাতিক মিশন ও সহায়তা প্রদান, আপত্তিজনক অবস্থার সম্পর্কে চিন্তা ও প্রতিষ্ঠান করা, যুদ্ধপ্রান্তে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি সামরিক কর্মকাণ্ডে মেয়াদ পালন করে। এছাড়াও, এটি আপত্তিজনক অবস্থার সময় জনগণের সুরক্ষা ও তাদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সংস্থানের নির্ধারিত কার্যকাল একটি জনগণের শান্তি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত হয়। সামরিক বাহিনীগুলি বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সদস্যদের যোগ্যতা ও কৌশল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে যাতে তারা কাঠিন্যবোধ সংগ্রহ করতে পারেন এবং প্রশাসনিক ও যুদ্ধপ্রান্তে কর্মসাধারণ সফলতা অর্জন করতে পারেন।

সামরিক বাহিনীর ভূমিকা পররাষ্ট্র নীতিতে অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি সুরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষার জন্য সক্ষম বাহিনী প্রদান করে এবং দেশের সুরক্ষা ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণে সহায়তা করে। এটি পররাষ্ট্র নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দেশের সুরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব পায়।

7. পররাষ্ট্র নীতি প্রচারের দুটি পদ্ধতি হলো ব্যক্তিগত প্রচার এবং সাধারণ প্রচার।

1. ব্যক্তিগত প্রচার: এই পদ্ধতিতে পররাষ্ট্র নীতির প্রচার ব্যক্তিগতভাবে করা হয়। এখানে প্রচার করা হয় পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যগুলি প্রভাবশালীভাবে প্রচার করার জন্য পররাষ্ট্র নীতির কর্মকাণ্ড এবং সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করা হয়। ব্যক্তিগত প্রচারের মাধ্যমে পররাষ্ট্র নীতি প্রশংসা করা হয় এবং জনগণের সহযোগিতা অর্জন করা হয়। এটি সাধারণত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়, যেমন সংবাদ মাধ্যম, সাম্প্রদায়িক সামাজিক মাধ্যম, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

2. সাধারণ প্রচার: এই পদ্ধতিতে পররাষ্ট্র নীতির প্রচার সাধারিতভাবে করা হয়। এখানে প্রচার করা হয় সাধারণ জনগণের মাঝে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্মান জাগ্রত করার জন্য। সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে জানতে এবং দেশের সুরক্ষা ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। এটি সাধারণত সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অংশদ্বয়ের (যেমন সেনা, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী) প্রচার এবং জনগণের সচেতনতা জাগ্রত করার মাধ্যমে প্রচারিত হয়।